16 JAN 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 1 ... ...

015

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার, ১লা মাঘ, ১৩৯৪

ভর্তি পরীক্ষায় ভিড় ঃ শিক্ষাঙ্গনের আরেক চিত্র

প্রতিবছরই শিক্ষাবর্ষে স্কুলে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় হয়। এবারও ব্যতিক্রম নয়। সীমিত সংখ্যক আসনে ভর্তির জন্য পরীক্ষায় ভিড় হওয়ার মূলে রয়েছে ঢাকা মহানগরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভাল স্কুলের অভাব।

ঢাকা শহরে স্বাধীনতার পর লোক বেড়েছে স্বাভাবিক কারণেই। ৪০ লাখ লোকের ওপর এখন বৃহত্তর ঢাকায় বাস করে। নগরীর সম্প্রসারণ ঘটেছে, সে তুলনায় উন্নতমানের নতুন স্কুল হয়েছে হাতেগোনা কয়েকটি।

নতুন স্কুল রাতারাতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, যেখানে সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ঢাকা শহরে বর্তমানে স্কুলগুলোর মধ্যে মাত্র গুটিকয়েক স্কুলে শিক্ষার মান, শিক্ষাদান ব্যবস্থা ভাল। বিশেষ করে সরকারী স্কুলগুলোতে বেতনের হারও সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে।

বেসরকারী স্কুলগুলোতে বেতন তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু সবগুলো স্কুলে শিক্ষাদান ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলছে এমন বলা যায় না। তাই নামকরা স্কুলেই বাপ-মা তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে আগ্রহী হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে এসব স্কুলেই ভিড় হয় বেশি। সুতরাং সীমিত আসনে ছাত্রছাত্রী নেয়ার ক্ষেত্রে শুধু মেধাই নয়, আর্থিক সঙ্গতিও থাকা চাই। হাজার হাজার টাকা ডোনেশন নিয়ে ছাত্র ভর্তি আগেও চলেছে। তবে কোনরূপ ঘোষণা ছাড়াই তা করা হয়েছে। এবার প্রকাশ্যে ডোনেশন চাওয়া হয়েছে। এটা ভর্তি হওয়ার অন্যতম মানদণ্ড।

কেন ডোনেশন নিয়ে ছাত্র ভর্তি করা হয়, কেন প্রভাব খাটানোর কথা ওঠে একথা বলে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সীমিত আসনকে সাধারণের নাগালের বাইরে রাখার যতপ্রকার ক্রিয়া পদ্ধতি রয়েছে, তা প্রয়োগই এরূপ পরিস্থিতিতে হয়ে থাকে।

এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হল শহরে চালু সবগুলো স্কুলের শিক্ষাদানের মান উন্নত করা। বেশ কিছু বেসরকারী স্কুল রয়েছে যেখানে শিক্ষাদান ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও শোচনীয়। নেহাৎ নিরুপায় হয়ে বাপ-মা ছেলেকে এসব স্কুলে ভর্তি করে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এসব স্কুলে ভর্তির জন্য খুব ভিড় হয় না। ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে কড়াকড়িও তেমন কিছু নেই। এগুলোর মান উন্নয়নের দিকে নজর দিলে অন্ততঃ ছাত্র ভর্তির চাপ অস্বাভাবিক হয়ে দেখা দেবে না। প্রকাশ্যে ডোনেশন দিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে না। ডোনেশন দেয়ার ক্ষমতা সাধারণ মধ্যবিত্তের নেই।

শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়িয়ে এবং ঢাকা শহরে আরও কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ভিড় কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু সে পথটা সহজ নয়। দু'এক বছরে সে রকম কিছু হবে এমন প্রত্যাশার কোন ভিত্ত নেই।

সুতরাং স্বল্পমেয়াদী সমাধান হল, বিরাজমান স্কুলগুলোর মধ্যে যেগুলোর প্রতি অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীর আকর্ষণ কম, সেগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলা অর্থাৎ ওইসব স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বাড়ানো। এজন্য ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য স্থানীয়ভাবে এবং সরকারী পর্যায়ে যুগপৎ উদ্যোগ গ্রহণ। এছাড়া এসব স্কুলে শিক্ষার উপকরণের দৈন্যও রয়েছে। রয়েছে পরিবেশগত প্রতিকূলতা, দু'একটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ও এরকম অবস্থার শিকার।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, নবাবপুর সরকারী হাই স্কুলটির পরিবেশ শিক্ষাজনের উপযুক্ত নয়। একরাশ আবর্জনা ও নোংরা পানি পার হয়ে বর্ষাকালে স্কুলে যেতে হয় ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে। শুকনো মৌসুমেও মাছি-ভনভনে আবর্জনা ও দুর্গন্ধের মধ্যে ছাত্রদের অধ্যয়নং তপঃ কীভাবে চলে সেটা ভুক্তভোগী ছাত্র ও শিক্ষক ব্যতীত কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন না।

ঢাকা নগরীর স্কুলগুলোর প্রতি যথাযথ নজর দান এবং সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। আর এসব স্কুলের পরিচালক কর্তৃপক্ষকে তৎপর হতে হবে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের আকর্ষণ করার মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। শুধু অভিভাবক কমিটির দোহাই দিয়ে কাজ হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবক কমিটির ভূমিকা নানা কারণে মঞ্চে মৃত সৈনিকের চেয়ে বেশি নয়। সেটা অভিভাবকদের দোষ নয়। তারা যথেষ্ট সচেতন থাকলেও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখার মত তেমন অনুকূল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নন। এধরনের স্কুলগুলোর সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে শিক্ষা দফতর ও মন্ত্রণালয়কে এগিয়ে আসতে হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জরিপ চালিয়ে শিক্ষাদান ব্যবস্থা, বার্ষিক পরীক্ষার ফল, বিশেষভাবে এসএসসি পরীক্ষার ফল কীরূপ তার ভিত্তিতে এগুলোর দুর্বলতা তথা সমস্যা চিহ্নিত করে দূরীকরণে এগিয়ে আসতে হবে।

নতুবা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা মাৎস্যন্যায়ের শিকারে পরিণত হবে।